জনসংযোগ অফিস
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৭৭৯১০৪৫-৫১

Public Relations Office
Jahangirnagar University
Savar Dhaka Bangladesh
Phone: +88027791045-51

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক উৎসবের সমাপনী অনুষ্ঠান:

পানি ও জনশক্তি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ

- মন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ২৮ মার্চ ২০১৯।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র আয়োজিত তিনদিন ব্যাপী মুক্তিসংগ্রাম সাংস্কৃতিক উৎসব গত রাতে শেষ হয়েছে। গতকাল বেলা তিনটায় জহির রায়হান মিলনায়তনে নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ ও একজন জয়নব বিবি চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে সমাপনী দিনের কর্মসূচী শুরু হয়। সন্ধ্যায় সেলিম আল দীন মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন। প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মো. নুরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দসৈনিক আশরাফুল আলম, গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যাপক ডা. লায়লা পারভীন বানু ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ফোরকান বেগম। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উৎসবের আহবায়ক ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক বশির আহমেদ।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে মন্ত্রী ড. এ কে আবদুল মোমেন বলেন, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীরা আর যেন এদেশে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সে বিষয়ে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। জননেত্রী শেখ হাসিনার পাশে থেকে সকলে মিলে আমরা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলবো। ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতির জন্য সরকার ব্যাপকভাবে কাজ করে যাচ্ছে জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা ২০১৭ সাল থেকে ২৫ মার্চকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রথম গণহত্যা দিবসের স্বীকৃতি দিয়েছি। এর আগে আমি যখন জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলাম তখন গণহত্যার স্বীকৃতি নিয়ে কাজ শুরু করি। কিন্তু তখন আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ছিলনা। যার কারণে আমরা যখন আমাদের বন্ধু রাষ্ট্রের কাছে স্বীকৃতির জন্য একটা প্রস্তাব করলাম, তখন তারা বলল তোমাদের নিজেদেরইতো রাষ্ট্রীয় কোন স্বীকৃতি নাই। এরপর আমরা সরকারের সাথে কথা বলে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি আদায় করি। এখন আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ অনুযায়ী আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য জোরালোভাবে কাজ করে যাচ্ছি।'

মন্ত্রী আরও বলেন, 'পানি ও জনশক্তি দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এই দুই সম্পদ কাজে লাগালে আমাদের আর কোনো ভয়ের কারণ নেই। অনুষ্ঠানে কূটনৈতিক হিসেবে অবদানের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক লায়লা পারভীন বানু, বীর মুক্তিযোদ্ধা ফোরকান বেগম ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিক আশরাফুল আলমকে সম্মাননা দেওয়া হয়।
সম্মাননা পর্ব শেষে অভিনীত হয় আনন জামান রচিত ও মহিবুর রৌফ শৈবাল নির্দেশিত নাটক শ্রাবণ ট্রাজেডি।

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
জনসংযোগ অফিস